**AKASHVANI(AIR)**
**RNU:KOLKATA**
**BengaliText Bulletin**

**Date 18-12-2025** **Time: 7.50 P.M.**

**বিশেষ বিশেষ খবর –**

১) বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন গ্রামীণ বা বিকশিত ভারত জিরাম জি বিল ২০২৫ আজ ধ্বনিভোটে লোকসভায় পাশ হয়েছে।

২) কলকাতায় প্রথম বিজনেস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর। রাজ্যের শিল্পায়ন নিয়ে তীব্র কটাক্ষ বিজেপির।

৩) সুপ্রিম কোর্ট, এসএসসি-তে নবম দশম ও একাদশ দ্বাদশ নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময়সীমা ৮ মাস বাড়িয়ে ৩১ শে আগস্ট করেছে।

৪) হুগলির জাঙ্গীপাড়া থানার ওসির বিরুদ্ধে তৃণমূল কর্মী খুনের অভিযোগ সম্পর্কে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের।

৫) পার্কস্ট্রীটে ক্রিসমাস কার্নিভাল আজ শুরু হয়েছে।

---

বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন গ্রামীণ বা বিকশিত ভারত জিরাম জি বিল ২০২৫ আজ ধ্বনিভোটে লোকসভায় পাশ হয়েছে। ২০ বছরের পুরনো মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন ২০০৫-এর পরিবর্তে এই বিল আনা হয়েছে।

আলোচনার জবাবী ভাষণে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, গরীব কল্যাণই বর্তমান সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য এবং অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে কোনোরকম তফাত্ নেই। তিনি উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যোগ্য নেতৃত্বে মনরেগা প্রকল্প এই বিলে যথাযথভাবে কার্যকর হয়েছে। মনরেগায় পূর্বতন ইউপিএ সরকার মাত্র ২ লক্ষ ১৩ হাজার কোটি টাকা খরচ করে। অন্যদিকে, মোদী সরকার সেক্ষেত্রে খরচ করছে ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার কোটি টাকা।

বাইট

পরিসংখ্যান দিয়ে শ্রী চৌহান জানান, ইউপিএ সরকারের আমলে ২০০৬ সাল থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত এক হাজার ৬৬০ কোটি কর্মদিবস সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যদিকে এনডিএ সরকারের আমলে কর্মদিবস সৃষ্টি হয়েছে তিন হাজার ২১০ কোটি। নতুন এই আইন রূপায়িত হলে প্রতিটি রাজ্যের জন্যই ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলেও শ্রী চৌহান জানান। তিনি অভিযোগ করেন, ইউপিএ সরকারের আমল থেকেই মনরেগাকে ঘিরে বিভিন্ন দুর্নীতির ঘটনা নজরে এসেছে। কিন্তু নতুন এই বিলের উদ্দেশ্য হল দুর্নীতি দূর করে স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করা, আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং উন্নত গ্রাম গড়ে তোলা।

উল্লেখ্য, এই বিল রূপায়নে কেন্দ্র ৬০ শতাংশ এবং রাজ্য সরকার ৪০ শতাংশ ব্যয় ভার বহন করবে। তবে উত্তর পূর্বাঞ্চল ও হিমালয় সন্নিহিত রাজ্যগুলিকে দিতে হবে মোট বরাদ্দের মাত্র ১০ শতাংশ। বাকি ৯০ শতাংশ বহন করবে কেন্দ্র।

একটি প্রতিবেদন –

ভয়েসকাস্ট (কাশফিন)

---

এদিকে, ভিবি জি রাম জি বিলে ১০০ দিনের কাজকে ১২৫ দিন করার যে কথা বলা হয়েছে, পূর্ব বর্ধমানের মানুষ তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। ১০০ দিনের কাজের জবকার্ডধারীরা জানিয়েছেন, ১০০ দিনের কর্মসংস্থান বেড়ে ১২৫ দিন হলে তাঁরা উপকৃত হবেন।

বাইট

এক জবকার্ডধারী বললেন,

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকার ১০০দিনের কাজের প্রকল্পে মহাত্মা গান্ধীর নাম পরিবর্তন করায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী যে সমালোচনা করেছেন, সেবিষয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে গান্ধীজীর নামের প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি লুট হয়েছে। তিনি বলেন,গান্ধীজিকে যথাযোগ্য মর্যাদা একমাত্র বিজেপি দিয়েছে।

---

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি শিল্পপতিদের এরাজ্যে বিনিয়োগের আবেদন জানিয়েছেন। আজ আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে আয়োজিত বিজনেস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি কনক্লেভে যোগ দিয়ে তিনি জানান রাজ্যে ধর্মঘট বন্ধ করে দেওয়ায় গত ১৪ বছরে রাজ্যে কোন কর্ম দিবস নষ্ট হয়নি। ফলে রাজ্যে শিল্পের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে কি ধরণের উন্নতি হয়েছে তার খতিয়ান তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্মেলনে জানানো হয় ফলতায় প্রস্তাবিত জাহাজ নির্মাণ কারখানায় এক বছরের মধ্যে উৎপাদন

শুরু করবে। আজকের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বেশ কয়েকটি শিল্প প্রকল্পের উদ্বোধন ছাড়াও চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে একটি নীতির উদ্বোধন করেন।

এদিকে আজকের সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী যে সব দাবি জানিয়েছেন বিজেপি তা খারিজ করেছে। দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দিল্লিতে জানিয়েছেন, শিল্পপতি বলতে যাদের বোঝানো হয় তারা পশ্চিমবঙ্গে নেই। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর পাশে যেসব শিল্পপতি দাঁড়িয়ে থাকেন তারা ভিন রাজ্যে বিনিয়োগ করেন। রাজ্যে কোন আইন শৃঙ্খলা ও পরিকাঠামো নেই। সেখানে বন্ধা জমিতে কোন শিল্পপতি শিল্প করবেন রাজ্য সভাপতি সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। শ্রমিক, মেধা এবং পুঁজি এরাজ্য থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে এটাই পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি বলে শ্রী ভট্টাচার্য দাবি করেন।

বাইট শমীক

অন্যদিকে, দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায় কলকাতায় আজ সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যেখানে শিক্ষিত যুব সমাজকে চপ,মুড়ি বা ঘুগনি বিক্রির পরামর্শ দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতি রাজ্যের ব্যর্থ শাসনের প্রতিফলন। রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়ে না ওঠা পর্যন্ত কোন শিল্প গড়ে ওঠা সম্ভব নয় বলে তিনি দাবি করেন।

---

সুপ্রিম কোর্ট, এসএসসি-তে নবম দশম ও একাদশ দ্বাদশ নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময়সীমা আরও ৮ মাস বাড়িয়ে ৩১ শে আগস্ট পর্যন্ত করেছে। আগামী ৩১ শে ডিসেম্বর এই সময়সীমা শেষ হওয়ার কথা ছিল। রাজ্যের পক্ষ থেকে তা বাড়ানোর জন্য আবেদন জানানো হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়

বলেও রাজ্যের তরফে জানানো হয়। পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে দুই বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও অলোক আরাধের বেঞ্চ আজ সময়সীমা বৃদ্ধির এই নির্দেশ দিয়েছেন। এর ফলে ৩১ শে আগস্ট পর্যন্ত সবেতন চাকরী করতে পারবেন যোগ্য চাকরীহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা।

এদিকে, গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ আপাতত কার্যকর করা যাবেনা বলে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ বলবত্-এর বিষয়টি আপাতত স্থগিত থাকছে।

উল্লেখ্য, বিচারপতি অমৃতা সিনহা নতুন নিয়োগে বয়সজনিত ছাড় এবং অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে এসএসসিকে যোগ্যদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে প্রতিদিন নতুন নতুন আর্জি নিয়ে দায়ের হওয়া মামলায় এসএসসি এবং অন্য পক্ষের বক্তব্য না শুনেই বিচারপতি নির্দেশ দিচ্ছেন বলে রাজ্যের তরফে অভিযোগ করা হয়। এর প্রেক্ষিতেই শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, সব পক্ষের হলফনামার ভিত্তিতে নতুন করে এই মামলার শুনানি করতে হবে।

---

এদিকে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন আগস্ট মাস পর্যন্ত শিক্ষকদের চাকরী বহাল রাখার সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়েছে। শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী বলেন, দ্রুত এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে কোনোভাবেই যেন যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা বঞ্চিত না হন তা নিশ্চিত করতে হবে।

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বপন মন্ডল বলেছেন, ৩১শে আগস্ট-এর আগেই নতুন সরকার তৈরি হয়ে যাবে। তাই সুপ্রিম কোর্ট এক্ষেত্রে সময়সীমা তিন মাস বাড়ালে ভালো হত।

অন্যদিকে, মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি এসটিইএ'র সাধারণ সম্পাদক নীলকান্ত ঘোষ বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের এই সময়সীমা বৃদ্ধিতে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের কিছুটা স্বস্তি মিলল। একইসঙ্গে যোগ্যদের স্থায়ী ভাবে এবং গ্রুপ সি-গ্রুপ ডি'দেরও চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

শূন্য পদের সংখ্যা বাড়ানোর দাবিতে ফের পথে নামলেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন চাকরীপ্রার্থীরা। আজ শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত তারা মিছিল করেন।

---

'আজকের প্রসঙ্গ' অনুষ্ঠানে আজ শুনবেন 'ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক' নিয়ে বিশেষ আলোচনার দ্বিতীয় পর্ব। ডক্টর অনীক চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলেছেন কল্যাণ লাহা। আকাশবাণী সংবাদ প্রযোজিত এই অনুষ্ঠানটি আজ রাত ৮ টায় গীতাঞ্জলি ও DTH বাংলা পরিষেবায় শোনা যাবে।

আকাশবাণী কলকাতার এই বিশেষ অনুষ্ঠান 'আজকের প্রসঙ্গ' এবার থেকে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার রাত আট'টা এবং বুধবার রাত সাড়ে ন'টায় শোনা যাবে গীতাঞ্জলি ও ডিটিএইচ বাংলা পরিষেবায়। এটি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মেও পাওয়া যাবে।

---

‘আজকের প্রসঙ্গ’ অনুষ্ঠানে আজ শুনবেন ‘ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক’ নিয়ে বিশেষ আলোচনার দ্বিতীয় পর্ব। ডক্টর অনীক চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলেছেন কল্যাণ লাহা। আকাশবাণী সংবাদ প্রযোজিত এই অনুষ্ঠানটি আজ রাত ৮ টায় গীতাঞ্জলি ও DTH বাংলা পরিষেবায় শোনা যাবে।

আকাশবাণী কলকাতার এই বিশেষ অনুষ্ঠান ‘আজকের প্রসঙ্গ’ এবার থেকে প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার রাত আট’টা এবং বুধবার রাত সাড়ে ন’টায় শোনা যাবে গীতাঞ্জলি ও ডিটিএইচ বাংলা পরিষেবায়। এটি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মেও পাওয়া যাবে।

---

হুগলির জাঙ্গীপাড়া থানার ওসির বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী খুনের অভিযোগ সম্পর্কে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ আজ ২০১০ সালের ঐ ঘটনায় এই নির্দেশ দেন। রবিন ঘোষ নামে ঐ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর পরিবারের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই মামলার তদন্ত করছে সিআইডি। কিন্তু এর কোনো অগ্রগতি নেই। তাই তারা এব্যাপারে আদালতের দ্বারস্থ হন।

উল্লেখ্য ২০১০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রসাদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় জাঙ্গিপাড়া থানার ওসি তাপসব্রতী চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন স্কুলে ঢুকে পড়েন বলে অভিযোগ। বিনা প্ররোচনায় তারা আক্রমণ চালায়। ওসির গুলি চালনায় মৃত্যু হয় রবীন বাবুর।

---

নদীয়ার তাহেরপুরে আগামী ২০শে ডিসেম্বর পরিবর্তন সংকল্প সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উপস্থিত থাকবেন। এই জনসভাকে ঘিরে বিজেপির তরফ থেকে জোরদার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। রাজ্য বিজেপি মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার আজ কৃষ্ণনগর সদর শহরে পথ চলতি সাধারণ মানুষকে প্রধানমন্ত্রী সভয় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান।

---

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছেন পর্যটন শিল্পে এ রাজ্য , দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে পৌঁছবে। তিনি আজ বিকেলে পার্কস্ট্রিটে ক্রিসমাস কার্নিভালের উদ্বোধনের পর বলেন, গভীর সমুদ্র থেকে হিমালয় ও পাহাড়- জঙ্গল , ভালো পর্যটনের উপযোগী সব রকম ভৌগোলিক পরিবেশ আমাদের রয়েছে। যার আকর্ষণে বিদেশের বহু মানুষ এখন পশ্চিমবঙ্গে আসছেন।

মুখ্যমন্ত্রী পরে দূর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দার্জিলিং পাহাড়ের একটি সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের সূচনা করেন ।

উল্লেখ্য, বর্ষশেষ ও বড়দিনকে কেন্দ্র করে সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও দেশ-বিদেশের নানা খাবারের প্রদর্শনী নিয়ে পার্ক স্ট্রিটে আজ শুরু হয়েছে সপ্তাহব্যাপী ক্রিসমাস কার্নিভাল। রঙিন আলোকমালায় সেজে উঠেছে অ্যালেন পার্ক সহ গোটা পার্ক স্ট্রিট। এবার ১৫ তম বর্ষে পড়ল এই কার্নিভাল।

---------- ----------